২৯/৭/২০০৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

ছাত্রদলের কর্মীরা এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে

জাঃনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ ছাত্রলীগের ক্যাডারদের দখলে

সাভার সংবাদদাতার ফ্যাক্স ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির মত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও ভিসি, প্রোভিসি ও আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ মদদে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখল করে আছে। আর ছাত্রদলের বিতাড়িত কর্মীরা নিজেদের হল ছেড়ে এখন জীবনের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার দিনভর সরেজমিন খোঁজখবরের পর এসব তথ্য পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বেশ কিছুদিন যাবত রাতে ফাঁকা গুলীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে সংঘর্ষ বাধতে পারে। এ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আতংকের মাঝে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হল ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যে পুলিশ প্রহরা বসিয়েছে তাদের মধ্যেই অবস্থান করছে বহিরাগত ক্যাডাররা। এ ব্যাপারে জাঃবিঃ'র একজন শিক্ষক বলেন, মনে হচ্ছে, বহিরাগত ক্যাডারদের নিরাপত্তা বিধানের জন্যই হলগুলোতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি মেয়েদের হলগুলোতে সান্ধ্য আইন বাস্তবায়নের জন্য ভিজিলেন্স টীম ও তার কার্যক্রম জোরদার করেছে। এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ধীরে ধীরে ক্ষোভ বাড়ছে বলে জানা যায়। ইতোমধ্যে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য প্রশাসনের এ উদ্যোগের

৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

জাঃবিঃ হলসমূহ ছাত্রলীগ ক্যাডারদের দখলে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে একদফা মিছিল-সমাবেশও করেছে। একদিকে দখলকৃত হলগুলো রক্ষায় ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ব্যাপক ক্যাডার সমাবেশ করা হয়েছে। হলগুলোতে বহিরাগতরা স্থান নিয়েছে। সে সাথে মজুদ হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র। অবিলম্বে হলগুলো রেড দিয়ে এসব অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা না গেলে বিশ্ববিদ্যালয় আবার রক্তস্নাত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হলগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাতের বেলা হলগুলোতে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে আবাসিক ছাত্ররা জানায়। পুলিশ সার্বক্ষণিকভাবে ক্যাম্পাসে টহল দিচ্ছে। পাশাপাশি ছাত্রলীগ ক্যাডারদের ক্যাম্পাস এলাকায় অস্ত্রের মহড়া দিতে দেখা গেছে। দু'চারজন ক্যাডার ছাড়া এখন পর্যন্ত ছাত্রদল ক্যাম্পাস এলাকায় তেমন কোন শান্তি সমাবেশ ঘটায়নি। অপর একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা ছাত্রলীগ ক্যাডারদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছে, যাতে ছাত্রদল কিংবা ছাত্রশিবির হলগুলো দখল করতে না পারে। বিশেষ করে, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের জনৈক প্রফেসরের বাসায় ছাত্রলীগ ক্যাডারদের নিয়মিত বৈঠক চলে এবং সেখান থেকে পরিকল্পনা করা হয়। গত বৃহস্পতিবার দিনভর অনুসন্ধানে মিলেছে বিগত ৫ বছরের শাসনামলে আওয়ামী ছাত্রলীগপন্থী নেতাদের বিচিত্র খবর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সূত্রমতে, বিগত ৫ বছরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যত দোকান রয়েছে তার সবগুলোতে লাখ লাখ টাকা বাকী রেখেছে ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা। টাকা চাইতে গেলে তাদের উপর হুমকি এসেছে। সমস্ত ব্যবসায়ী ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভিসি, প্রো-ভিসি বরাবর আবেদন জানালেও প্রশাসনের আওয়ামীপন্থী ব্যক্তিদের পরোক্ষ কৌশলে তা ধামাচাপা পড়ে যায়। বিগত ৫ বছরে যে কয়েকটি কাজের জন্য টেন্ডার রয়েছে তার সবগুলো করিয়েছে ছাত্রলীগের একজন সাবেক সভাপতি এবং বর্তমান সিন্ডিকেটের একজন সদস্যের দ্বারা। তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি থেকে শুরু করে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, উদ্ভিদবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা বিভাগে গত ৫ বছরে যে কয়েকজন শিক্ষক নেয়া হয়েছে তা সবই নিয়মবহির্ভূতভাবে হয়েছে এবং অধিকাংশই উক্ত সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির অঙ্গুলি নির্দেশের দ্বারা হয়েছে।

সরেজমিন অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, গত ৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের যত জাতীয়তাবাদী সমর্থিত শিক্ষক-কর্মচারী আছেন তাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি নির্যাতন করা হয়েছে। প্রকাশ না করার শর্তে একজন সিনিয়র শিক্ষক ইনকিলাবকে জানান, তিনি নির্ধারিত সময়ে প্রফেসর হবার যোগ্য বলে আবেদন করলেও তাকে প্রমোশন না দিয়ে তার অধীনস্থ একজনকে ঐ পদে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত শিক্ষক আদালতের শরণাপন্ন হলে আদালত এ নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে শোকজ করেন।

এদিকে বিভিন্ন হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রদলের অসংখ্য কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রোভিসি, প্রোক্টর-এর কাছে তাদের জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে হলে ওঠার ব্যবস্থা করার জন্য বারবার আবেদন জানালেও প্রশাসন এদের কথায় তেমন কান দিচ্ছে না। বিশেষ করে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জানা গেছে, প্রক্টর সাহেবের সাথে আওয়ামীপন্থী ক্যাডারসহ অন্যান্য নেতাদের যোগসূত্র রয়েছে। এর কারণে ছাত্রদলের কর্মীরা হলে উঠতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশ এলাকার গ্রামগুলোতে সন্ত্রাসীরা প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রের মজুদ গড়ে তুলছে বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে। এ প্রতিনিধি এসব এলাকা পরিদর্শনকালে এ ঘটনার সত্যতা খুঁজে পান। সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, সিঙ্গাইর এলাকা হতে অসংখ্য বহিরাগত অছাত্র এখন ছাত্রলীগের ছত্রছায়ায় ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে। তারা হলগুলোর ডাইনিং, ক্যান্টিনসহ আশপাশের দোকানগুলোতে দেদারছে বাকী খাচ্ছে। দোকানদার ব্যবসায়ীরা অনেকেই ভয়ে টাকা চায় না। অনেকে আবার হলগুলোর প্রভোস্টের কাছে বিচারও দিয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। পরিণামে নেমে আসছে ঐ সমস্ত নিরীহ ব্যবসায়ীদের ওপর নির্যাতন, দোকান ভাঙচুর। শহীদ সালাম বরকত হল, ভাসানী হল, আলবেরুনী হলের আশপাশের দোকানগুলোতে সরেজমিন অনুসন্ধানে অনেক দোকানদার এ ঘটনা ব্যক্ত করেছে এ সংবাদদাতার কাছে।

ছাত্রী হলগুলোতেও ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতি চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বোরখা পরিহিত কোন ছাত্রী ক্যাম্পাসে কিংবা হলে বোরখা পরে থাকতে পারে না। কাউকে শিবির কিংবা [illegible] হিসেবে সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্রীকে শুধুমাত্র বোরখা পরার অপরাধে হল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তথাকথিত আওয়ামী লেবাসে বামপন্থী [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম ঘেঁষা শিক্ষকরা [illegible] বিগত ৫ বছরে ইসলামের যত প্রকার কুৎসা [illegible] করা যায় তা গেয়ে চলেছেন। কখনও [illegible] এদের কাজে বাধা দিতে পারেনি। কেউ প্রতিবাদ করলে তাদের নাজেহাল করা হত নানা [illegible] বিশেষ করে, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, ইংরেজী বিভাগ, দর্শন বিভাগসহ অনেক বিভাগে এ সমস্ত পরজীবী বাম বুদ্ধিজীবীবেশী শিক্ষকরা বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজেদের সম্পত্তি মনে করে যা খুশী তাই করেছেন। নিজেদের বিভাগে ছাত্রলীগ কর্মীদের চাকরি দিয়েছে। তাদের ক্যাম্পাসে পুনর্বাসিত করেছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্তমানে আওয়ামী লীগারদের দাপটই চলছে। [illegible] জাতীয়তাবাদী শক্তির কথা বলতে সাহস [illegible] ছাত্রদল এ পর্যন্ত কোন মিছিল বের করতে [illegible] পায়নি। প্রশাসনের সর্বত্রই আওয়ামী [illegible] লোকদের নিয়োগ দিয়ে পুরো ক্যাম্পাস [illegible] দখলে রেখেছে।